দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ইউসেপ ঃ রঙীন স্বপ্ন সফল বাস্তবায়ন

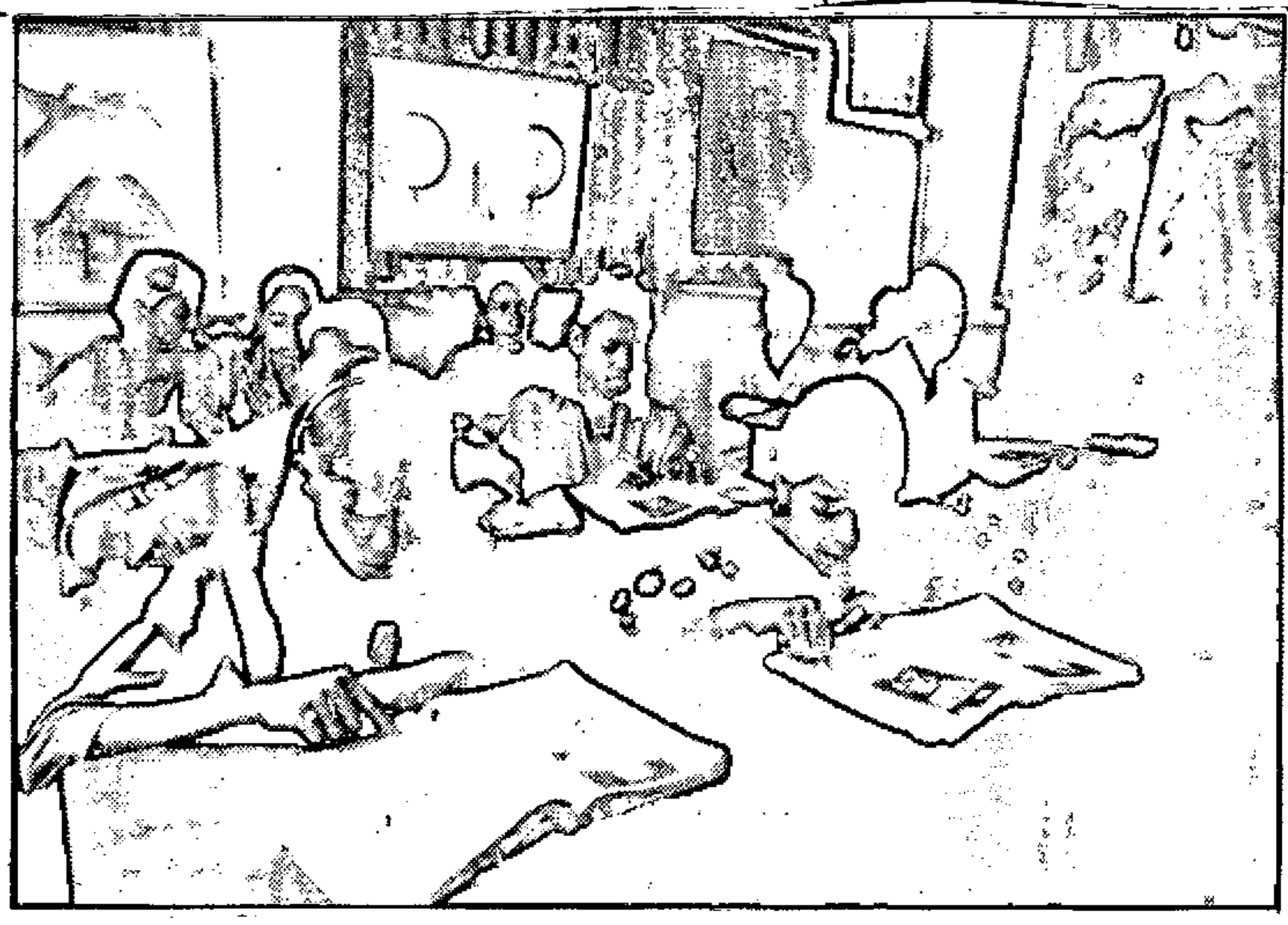

ইউসেপ এর শিখা কার্যক্রম।

ছবি ঃ শিহাব উদ্দিন

সীমা, শাহেদ, মীনা, রুবেল। এদের কেউ হয়তো কোন বাড়িতে কাজ করে। কেউ বা চা ফেরি করে, আবার কেউ হয়তো কাগজ কুড়ায়। যদি প্রশ্ন করা হয় সীমা তোমার স্বপ্ন কি? রুবেল বড় হয়ে কি হতে চাও? কোন উত্তর কি আছে? হয়তো ভাববে ওদেরকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। তিনবেলা পেট পুরে খাবার নিশ্চয়তা যার নেই, তার আবার স্বপ্ন! ভবিষ্যৎ চিন্তা! কিন্তু না সীমা, শাহেদ, রুবেল কিংবা মীনা তোমাদেরও স্বপ্ন দেখার আছে। অধিকার হারাদের স্বপ্ন যোগানের সাহায্য নিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে একটিপ্রতিষ্ঠান। ইউসেপ।

ইউসেপ কি?

ইউসেপের পুরো নাম 'আন্ডার প্রিভিলাইজড চিলড্রেনস এডুকেশনাল প্রোগ্রামস'। শ্রমজীবী ভাসমান কিশোর–কিশোরীদের জীবন কাহিনী নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটে এর কার্যক্রম শুরু হয় পর্যায়ক্রমে। ইউনিসেপ দেশের চারটি বৃহত্তম মহানগরী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। বলা যায় ইউসেপ এনজিও কিন্তু এনজিও'র চেয়েও বেশি কিছু। বিশ্বের কোথাও যখন নাগরিক শিশু শ্রম নিয়ে ভাবা হয়নি তখন বাংলাদেশে ইউসেপই প্রথম এ সকল শিশুদেরজন্য ভেবেছে।

যাঁদের জন্য কাজ করে

বাংলাদেশের শহরময় ছড়িয়ে আছে ভাসমান, অবহেলিত, জীবনযাপনের একেবারেসাধারণসুবিধাবঞ্চিত শিশুরা। শুধুমাত্র একমুঠো খাবারের যোগাড় করতেই হয় কঠোর দৈহিক পরিশ্রম। ইউসেপ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে কুলি বা মিস্তি, গৃহভৃত্য, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হোটেল বয়, ছেড়া কাগজ সংগ্রহকারী, পান–চা–সিগারেট বিক্রেতা, ফুল বিক্রেতা, জুতা পালিশওয়ালা, ফ্যাক্টরি শ্রমিক, রিকশা ঠেলা, বাসার কাজের ছেলে বা মেয়ে, পাতা, কাগজ, কাঠ কুড়ানি ইত্যাদি।

ইউসেপ কার্যক্রম

ইউসেপ কার্যক্রমকে সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা। ইউসেপ বিশ্বাস করে শিক্ষা কখনো অআনুষ্ঠানিক হতে পারে না। উপানুষ্ঠানিক হতে পারে।

সাধারণ শিক্ষা

শহরের বস্তিবাসী শ্রমজীবী বালক–বালিকা যাদের বয়স বালকদের ক্ষেত্রে ১১+ এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে ১০+ তাদেরকে ৪ বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষা দেবার জন্য ইউসেপ–এর রয়েছে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম।

স্কুলের বৈশিষ্ট

❑ শহরের যে সমস্ত এলাকায় অনেক বস্তি ও শ্রমজীবী শিশু রয়েছে ইউসেপ সেখানেই তার স্কুল নির্মাণ করেছে।

❑ শ্রমজীবী শিশুদের উপার্জন ও কাজের সময়ের কথা বিবেচনা করে ইউসেপ–এর সাধারণ স্কুলসমূহ দৈনিক তিন শিফটে পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি শিফটের সময়কাল মাত্র ২ ঘন্টা। এ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী শিশুরা উপার্জন বন্ধ না করেই উপার্জনের পাশপাশি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে।

❑ ইউসেপ প্রক্রিয়ায় মাত্র ৪½ বছরে একজন শ্রমজীবী ছাত্র/ছাত্রী ৮ম শ্রেণী মান পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে, কারণ ইউসেপ স্কুলের শিক্ষাবর্ষ ৬ মাস (শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণী এক বছর)।

❑ ১০ বছর থেকে সাড়ে চার বছরের শিক্ষাকার্যক্রম শেষ হচ্ছে সাড়ে ১৪ বছরে। সাড়ে ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ যেকোন ছেলে বা মেয়েই এ বয়সে সাধারণত হালকা কাজ করতে সক্ষম হয়।

❑ কোন ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি করানোর আগে ছাত্র–ছাত্রী, তার পরিবার অথবা গৃহকর্তা কিংবা সে যেখানে কাজ করে সেখানকার মালিক এবং তাদের মনোভাব সবকিছু অন্তত ছয়মাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাদেরকে প্রভাবিত করা হয়, তারা যাতে এসব শিশুদেরকে স্কুলে পাঠায় এবং অন্তত পক্ষে সাড়ে চার বছর এক জায়গায় থাকার নিশ্চয়তা দেয়।

কারিগরি প্রশিক্ষণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

সাধারণ স্কুলসমূহ থেকে পাসকৃত ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলসমূহে ভর্তি হয়ে থাকে। অবশিষ্টদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উইসেপ কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত হয়ে থাকে। বাকি অংশ প্যারাটেড, সাধারণ স্কুলে ভর্তি, অন্য প্রতিষ্ঠানে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ, স্বকর্মসংস্থান, বিয়ে স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ইউসেপ কর্ম সংস্থান কর্মসূচির সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না।

টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের ৬ মাস থেকে ৩ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেড কোর্সসমূহে ভর্তি করা হয়। এই টেকনিক্যাল ট্রেনিং–এর মাধ্যমে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মান উন্নয়নে সহায়ক এবং পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহরে উইসেপের ৩টি টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে। যেখানে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ১২০০।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুলের ট্রেডসমূহ

ঢাকা টেকনিক্যাল স্কুল ঃ ১. অটোমোবাইল, ২. ওয়েল্ডিং এন্ড জেনারেল ফিটিং, ৩. ইলেকট্রিক্যাল, ৪. রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং, ৫. ইলেকট্রনিক্স, ৬. প্রিন্টিং (অফসেট মেশিন অপারেশন), ৭. কার্পেন্ট্রি, ৮. গার্মেন্টস, ৯. উল নিটিং, ১০. গার্মেন্টস ফিনিশিং, ১১. টেক্সটাইল স্পিনিং, ১২. টেক্সটাইল উইভিং, ১৩. টেক্সটাইল সার্কুলার নিটিং।

চট্টগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল ঃ ১. ইলেকট্রিক্যাল, ২. মেটাল, ৩. টেইলরিং কাম গার্মেন্টস।

খুলনা টেকনিক্যাল স্কুলঃ ১. ইলেকট্রিক্যাল, ২. মেটাল, ৩. টেইলারিং।

কর্মসংস্থান কর্মসূচি

ইউসেপ প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও সাহায্য করছে। তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইউসেপ থেকে পাস করা ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে। এগুলো হল ইউসেপ থেকে পাস করা ছাত্র–ছাত্রীর তালিকা তৈরি। সম্ভাব্য নিয়োগ কর্তার তালিকা প্রস্তুত, সোশ্যাল নেট ওয়ার্ক সমৃদ্ধ করা, কর্মে নিয়োজিত পাস করা ছাত্র–ছাত্রীদের ফলো আপ করা, জব মার্কেট সার্ভে করা ইত্যাদি।

ইউসেপ সাফল্য

নিঃসন্দেহে ইউসেপ কার্যক্রম জনকল্যাণে একটি ব্যতিক্রম আয়োজন। পুরো কার্যক্রম ব্যাখ্যায় এর সাফল্যকে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শহরের একটা বড় অংশ শ্রমজীবী দরিদ্র শিশু। এই শিশুদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাহায্যকরা।

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে বেকারত্ব দূরীকরণে সাহায্য করা।

অবহেলিত নাগরিক শিশুগুলোকে মানবসম্পদে পরিণত করা।

যাতে করে এই শিশুগুলো পরিবার, দেশের উন্নয়ন এবং প্রত্যক্ষভাবে হলেও দেশের অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে। আর এসবের মাধ্যমেই ইউসেপ সাহায্য করছে দেশের দারিদ্র বিমোচনে।

ইউসেপ সাফল্যের উদাহরণ

ফাতেমা। দু' বোন, ছোট এক ভাই, মা আর অন্ধ বাবাকে নিয়ে তার সংসার। অন্ধ বাবা মিলাদ পড়িয়ে আর কুরআন শিক্ষা দিয়ে কোনরকমে চালাতেন সংসার। নিশ্চিত হয়ে পড়ল দু' বোনের মানুষের বাসায় কাজ করা। হঠাৎই মা খবর পেলেন ইউসেপ সাধারণ স্কুলের কথা। দু' বোনই ভর্তি হয়ে গেল। সাধারণ স্কুল পাস করার পর বিয়ে হয়ে গেল বড়বোনের। ফাতেমা ভর্তি হল ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলে। এক বছরের গার্মেন্টস ট্রেনিংশেষে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিদেশী মালিকানাধিন একটি গার্মেন্টস–এ চাকরি পায়। বর্তমানে মাসে প্রায় চার হাজার টাকা আয় করছে ফাতেমা। সচ্ছলতার মুখ দেখেছেপরিবার।

ইউসেপ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে সুনির্দিষ্টভাবে আপনি যা করতে পারেনঃ

ইউসেপ পরিচালিত যেকোন স্কুলকে অথবা স্কুলের যেকোন একটি ক্লাসকে অথবা কারিগরি বিদ্যালয়ের যেকোন একটি ইউনিটকে অর্থ অনুদান দিয়ে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্ম নিয়োগ করে।

উপরোক্ত ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগিতা করে।

❑ তানজীলা ইরা